যুগান্তর

তারিখ ... 20 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

জঙ্গিবাদ ঠেকাতে কঠোর শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জঙ্গিবাদ ঠেকাতে কঠোর শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুসতাক আহমদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ ঠেকাতে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিতে রাখার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে মাসে একবার করে তথ্য নেয়া হবে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদবিরোধী সেল খোলার চিন্তা-ভাবনা চলছে। পাঠ্যবইয়ে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করার মতো তথ্য ও পাঠ থাকলে তা বাতিল করা হবে।

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবিরোধী সেল খোলার চিন্তা-ভাবনা

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় কঠোর নজরদারি

অনুপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীর তথ্য দিতে হবে

কাল থেকে চার ধরনের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ ছাড়া কাল থেকে চার ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এদিকে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করলে সনদ বাতিল এবং কারা ও অর্থদণ্ডের হুঁশিয়ারি দিয়ে মঙ্গলবার সার্কুলার জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। ওই দিনই ই-মেইলে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্কুলারটি পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশেষ মেসেঞ্জারের মাধ্যমে এবং ঢাকার বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরিয়ার সার্ভিসে এই সার্কুলার পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষকদের চিনতে হবে এবং তাদের সম্পর্কে জানতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন বেহাতে না পড়ে যায়, তাদের নিরাপদ রাখতে যা করণীয় সরকারের পক্ষ থেকে সবই করা হবে।' তিনি বলেন, 'কিছু প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদের চর্চা হচ্ছে, আমরা সেগুলোতে কঠোর নজর রাখছি। শিক্ষক নামধারী কিছু লোক যারা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের এ পেশায় থাকার অধিকার নেই। চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ) দেশের ৩৬ হাজার সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জঙ্গি কার্যক্রমের সংশ্লিষ্টতা পর্যবেক্ষণের চিন্তা-ভাবনা চলছে। এ লক্ষ্যে ডিআইএ অনলাইনে দৈনিক হাজিরার ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়া এক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে আরেক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের (পেয়ার ইন্সপেকশন) ব্যবস্থাও চালু হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ডিআইএ'র ভারপ্রাপ্ত পরিচালক বিপুল চন্দ্র সরকার বলেন, দৈনন্দিন ও পেয়ার ইন্সপেকশনে বিভিন্ন তথ্য দিতে হবে প্রতিষ্ঠানকে। এর মধ্যে 'যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া দীর্ঘদিন অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণ' শীর্ষক একটি ছক থাকবে। এতে ১০ দিনের বেশি অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর তথ্য, যথাযথ প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার তথ্য, অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর অভিভাবকের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর দিতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব জানান, দুষ্কৃতকারীরা জঙ্গি উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বেছে নিয়েছে। এ জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেশি তদারকি ও নজরদারি করা হচ্ছে। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের পদ্ধতিতে সন্দেহভাজন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে নজরদারি ও অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এর বাইরে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গি উৎপাদন ও বিস্তার বন্ধে দীর্ঘ মেয়াদি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেদে এ পদক্ষেপ আলাদা হবে বলেও ওই কর্মকর্তা জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ইতিমধ্যে ১৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ৯টি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল এবং ৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় জঙ্গি সৃষ্টির উৎস হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে বলে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ইতিপূর্বে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। এ কারণে সব প্রতিষ্ঠানকেই সচেতন করার কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। যে কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণকারীদের মাধ্যমে বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সূত্র আরও জানায়, গত ১৭ জুলাই সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের প্রধানকে নিয়ে বৈঠক করা হয়। আগামী ২১ জুলাই ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইন্সটিটিউটে দেশের প্রায় ২২শ' অনার্স, ডিগ্রি, মাস্টার্স পর্যায়ের কলেজের অধ্যক্ষকে ডাকা হয়েছে। ২৩ জুলাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটে ডাকা হয়েছে ৩৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে। ২৪ জুলাই ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইন্সটিটিউটে ডাকা হয়েছে ১০ হাজার দাখিল-আলিম মাদ্রাসার প্রধান ও অধ্যক্ষদের। ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সাড়ে ১২শ' ফাজিল-কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের নিয়ে বৈঠক হবে ২৭ জুলাই।

এদিকে বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জঙ্গিবাদের ছোবল থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামীকাল বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, পরিচালক, হল প্রভোস্টদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন হল, আবাসিক এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. শাখতারুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, আবাসিক হল ও এলাকায় কড়া নজরদারি করা হচ্ছে। ক্যাম্পাস ও অন্যান্য ভবনে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। মসজিদগুলোতে নামাজ ছাড়া অন্য সময়ে কারা যায়, কী করে তা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আবাসিক এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য যারা আছে, তাদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

জঙ্গিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভিযোগে বাংলাদেশে অবস্থিত একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক সম্প্রতি গোয়েন্দা জালে আটকা পড়েছেন। এ বিষয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মুনাজ আল নূর মঙ্গলবার যুগান্তরকে জানান, এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানেন না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়কে যাতে কেউ জঙ্গি উৎপাদনের কেন্দ্র বানাতে না পারে, সেজন্য কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

শোলাকিয়া ও গুলশানে জঙ্গি হামলাকারীদের সবাই ইংরেজি মাধ্যম ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এ ছাড়া জঙ্গি পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যদের সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের নাম এসেছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান জানান, এখন পর্যন্ত ৩৩ জন শিক্ষার্থী-জঙ্গি চিহ্নিত হয়েছে। এরা সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের। শিক্ষকদের মধ্য থেকেও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কয়েকজন চিহ্নিত হয়েছেন। এ কারণে আমরা সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়কেই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছি। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ১৭ জুলাইয়ের বৈঠকে পুলিশের পক্ষ থেকে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলকে ৮ দফা নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব বলেন, সব সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদবিষয়ক সেল খোলা, টিউটোরিয়ালে গ্রুপের মাধ্যমে নজরদারি, মাসিক প্রতিবেদনের ব্যবস্থা করাসহ বিভিন্ন পদ্ধতিগত পদক্ষেপের চিন্তা-ভাবনা আছে। ২৩ জুলাই এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা দেয়ার কথা আছে। এ ছাড়া ওই দিন ভিসিদের পক্ষ থেকে পাওয়া পরামর্শ ও সুপারিশ আমলে নেয়া হবে।

মাদ্রাসা বোর্ডে আজ বৈঠক : এদিকে মাদ্রাসার পাঠ্যবই থেকে জঙ্গিবাদে উসকানির মতো কোনো পাঠ ও তথ্য থাকলে তা চিহ্নিত করে বাদ দেয়ার লক্ষ্যে গঠিত তদারকি কমিটির প্রথম বৈঠক আজ বসছে মাদ্রাসা বোর্ডে। বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা যুগান্তরকে বলেন, সকাল ১০টায় এ বৈঠক শুরু হবে। এতে কমিটির ৭ সদস্য উপস্থিত থাকবেন। তিনি আরও বলেন, মাদ্রাসার প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত আরবি ও ইসলামী বিষয় সংশোধনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ৮টি বিশেষজ্ঞ কমিটি করা হয়েছে। কালকের (আজ) বৈঠকে বিশেষজ্ঞ কমিটির কর্মপন্থা ঠিক করে দেয়া হয়েছে।